ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বুড়িমারী স্থল বন্দর ও শুল্ক স্টেশন:

আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(ফলোআপ গবেষণা)

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার
মনজুর ই খোদা

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮

উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিম, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ এন্ড পলিসি

সার্বিক তত্ত্বাবধান

সচেতন নাগরিক কমিটি, লালমনিরহাট
সভাপতি
মোঃ রফিকুল আলম খান স্বপন
সদস্যবৃন্দ
সাধনা রায়, ডাঃ আশিক ইকবাল মিলন, ক্যাপ্টেন (অবঃ) আজিজুল হক বীর প্রতীক, সুপেন্দ্র নাথ দত্ত, স্বপ্না জামান, ডাঃ মোঃ কাসেম আলী, মো: জালাল উদ্দিন, হাসিনা মাহবুব, মোঃ আবু জাফর, প্রফেসর মো: আবু বকর সিদ্দিক, এস. এম. আবু হাসনাত রানা, মো: রিয়াজুল হক সরকার, মো: আব্দুল হাকিম, রওশন আরা বেগম।

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা আকরাম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড পলিসি, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড পলিসি, টিআইবি

মনজুর ই খোদা
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ এন্ড পলিসি, টিআইবি

তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা সহযোগিতা

শাহ মাকদুম ইসলাম, ইয়েস সদস্য, রংপুর সনাক

কৃতজ্ঞতা:

মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, টিআইবি
কমল কৃষ্ণ সাহা, এরিয়া ম্যানেজার, সনাক-টিআইবি, লালমনিরহাট
নূর সামিউল ইসলাম, এসিস্টেন্ট ম্যানজোর (অর্থ ও প্রশাসন), সনাক-টিআইবি, লালমনিরহাট

যোগাযোগ:

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাসা নং-০৫, রোড নং-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: +৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org

সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), লালমনিরহাট
বন্ধন, বাড়ী নং ৬৯, রোড নং ৫
পাঠাগার-ষ্টেডিয়াম রোড, লালমনিরহাট
ফোন: ০৫৯১-৬২১৪২ মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮৩৫, ০১৭৩০০৯৫৯৩৩
ইমেইল: CCC.lalmonirhat@ti-bangladesh.org

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

১৯৮৮ সালের ১৭ মার্চ ভারত, নেপাল এবং ভুটানের সাথে বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে বুড়িমারী স্থল শুল্ক স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ২০০২ সালে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষিত হলেও এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০১০ সালে। বুড়িমারী স্থলবন্দরটি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় অবস্থিত। আমদানি রপ্তানির পরিমাণ অনুযায়ী বুড়িমারী স্থলবন্দরটি বাংলাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম স্থলবন্দর।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি-বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি'র মূল লক্ষ্য গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহকে গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করা এবং এর ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা। এসব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে টিআইবি দেশের অর্থনীতি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম চালিকাশক্তি চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ও কাস্টম হাউজ, বেনাপোল স্থলবন্দর ও কাস্টম হাউজ, টেকনাফ স্থলবন্দর এবং বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশনে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ ও তা উত্তরণের উপায় নির্ধারণে গবেষণা পরিচালনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশনের ওপর ২০০৯ সালে পরিচালিত গবেষণার একটি ফলোআপ গবেষণা হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। বুড়িমারী স্থলবন্দরে পণ্য আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করার লক্ষ্যে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

২. বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশনের অবকাঠামো ও জনবল

বুড়িমারী স্থল বন্দরের মোট আয়তন ১১.১৫ একর। দোতলা বিশিষ্ট নিজস্ব একটি প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। উক্ত প্রশাসনিক ভবনে স্থল বন্দরের প্রশাসনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি শুল্ক স্টেশন, শুল্ক গোয়েন্দা ও ইমিগ্রেশনের কার্যাবলী সম্পাদন হচ্ছে। বুড়িমারী স্থলবন্দরে ১জন উপ-পরিচালকের নের্তৃত্বে মোট ১৩ (তেরো) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছে। বুড়িমারী শুল্ক স্টেশনে ১জন সহকারী কমিশনারের নের্তৃত্বে মোট ১৮ (আঠারো) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছে। কাস্টমসে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পদ (৩৪ টি) শূন্য রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও বন্দর ব্যবহারকারীদের মতে, বর্তমানে এই বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পণ্যের (১৮টি) আমদানি নিষিদ্ধ থাকায় বিদ্যমান জনবল ঘাটতির কারণে কার্যক্রম সম্পাদনে সমস্যা হয় না। বুড়িমারী স্থল শুল্ক স্টেশন ও বন্দরে ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এখানে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থল শুল্ক স্টেশনে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রায় ৬৮.৫৭ কোটি টাকা এবং স্থল বন্দরে রাজস্ব আদায় হয়েছে প্রায় ৪৬ কোটি টাকা, যা এযাবত কালে সর্বোচ্চ।

৩. বুড়িমারী বন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি

বুড়িমারী স্থল বন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। নিম্নে এসকল অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনসমূহ আলোচনা করা হলো।

৩.১ বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃক ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণ

বুড়িমারী স্থলবন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির বিভিন্ন পর্যায়ে বুড়িমারী কাস্টমস ও বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র এবং পণ্যের ধরন, গুণগত মান, ওজনসহ সব কিছু সঠিক থাকা সত্ত্বেও পণ্যছাড়ের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অলিখিতভাবে নির্ধারিত ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। তবে প্রয়োজনীয় নথিপত্র, পণ্যের মান, ধরন বা ওজনে সমস্যা থাকলে, অথবা শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ, উভয়পক্ষের স্বার্থ বিবেচনায় পরস্পরের দরকষাকষির সক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, বুড়িমারী বন্দরের মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে বিল অব এন্ট্রি প্রতি গড়ে ন্যূনতম ২০৫০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে বা ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। একইভাবে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে বিল অব এক্সপোর্ট প্রতি গড়ে ন্যূনতম ১৭০০ টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে দিতে হয়। বর্তমান গবেষণার প্রাক্কলন অনুযায়ী বুড়িমারী শুল্ক স্টেশনে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন ও পণ্যছাড়ের ক্ষেত্রে ২০১৬-১৭ সালে নিয়মবহির্ভূতভাবে ন্যূনতম প্রায় ২.৮৫ কোটি টাকা জোরপূর্বক (Coercive corruption) আদায় করা হয়েছে। অন্যদিকে একইসময়ে বুড়িমারী স্থলবন্দর কর্তৃক আদায়কৃত নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ প্রায় ০.৪৮ কোটি টাকা। উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই উভয়পক্ষের আপোষে (Collusive corruption) আদায়কৃত নিয়মবহির্ভূত অর্থের প্রাক্কলন সম্ভব হয় নি।

২০১৬-১৭ সালে বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন কর্তৃক আদায়কৃত নিয়মবহির্ভূত অর্থের প্রাক্কলন:

কর্তৃপক্ষ	ধরন	বিওই সংখ্যা (২০১৬-১৭ সাল)	ন্যূনতম নিয়মবহির্ভূত অর্থের হার	আদায়কৃত মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
শুল্ক স্টেশন	আমদানি	১৪৩১৫	১৭৫০	২.৫১
	রপ্তানি	২২৭৯	১৫০০	০.৩৪
			মোট পরিমাণ	**২.৮৫**
স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ	আমদানি	১৪৩১৫	৩০০	০.৪৩
	রপ্তানি	২২৭৯	২০০	০.০৫
			মোট পরিমাণ	**০.৪৮**

৩.২ উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র কর্তৃক ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ গ্রহণ

বিভিন্ন উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র হতে অনাপত্তিপত্র বা ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয়। এক্ষেত্রে পণ্য ভিত্তিক নির্ধারিত ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে ব্যাংকে জমা দিতে হয়। তবে এক্ষেত্রেও ঘুষ হিসেবে ফলের ট্রাক প্রতি অতিরিক্ত ২০০ টাকা এবং বীজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা গ্রহণ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে পণ্যের প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ছাড়াই অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে ছাড়পত্র দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

২০১৭-১৮ সালে আদায়কৃত ন্যূনতম নিয়মবহির্ভূত অর্থের প্রাক্কলন

ট্রাক সংখ্যা	ট্রাক প্রতি নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ	আদায়কৃত মোট নিয়মবহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
৮৫৫০ টি	২০০ টাকা	১৭.১০ লক্ষ টাকা

৩.৩ শুল্ক ফাঁকির উদ্দেশ্যে ওজন ফাঁকি দেওয়া

বুড়িমারি স্থল বন্দরে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক ফাঁকির উদ্দেশ্যে ওজন কম দেখানোর অভিযোগ রয়েছে। সবচেয়ে বেশি ওজন ফাঁকি দেওয়া হয় ফল এবং মসলা (এলাচ/জিরা) আমদানির ক্ষেত্রে। এছাড়া পাথরের ক্ষেত্রেও ট্রাক প্রতি ২-৪ টন ওজন কম দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।

৩.৪ পণ্য লোডিং ও আন-লোডিং এর ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্তৃক জোরপূর্বক বকশিশ আদায়

বুড়িমারী স্থলবন্দর মাধ্যমে পণ্য আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ট্রাকে পণ্য লোডিং ও আনলোডিং করার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে বন্দর নির্ধারিত ফি জমা দিতে হয়, যা টন প্রতি ৯৯ টাকা। কিন্তু পরবর্তীতে পণ্য লোড-আনলোড করার সময় শ্রমিকদেরকে ট্রাক প্রতি ২০০-৫০০ টাকা অতিরিক্ত অর্থ বকশিশ হিসেবে দিতে হয়। এই বকশিশ না দিলে অযথা সময়ক্ষেপন, অযত্নের সাথে পণ্য হ্যান্ডলিংসহ বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করা হয়।

৩.৫ আন্তঃ জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

বুড়িমারী স্থলবন্দর হতে আমদানি পণ্য দেশের বিভিন্নস্থানে পরিবহনের জন্য ট্রাক ভাড়া করার ক্ষেত্রে বুড়িমারী ট্রাক টার্মিনালে মটর শ্রমিক ইউনিয়ন ট্রাক প্রতি প্রায় ৯০০ টাকা চাঁদা হিসেবে আদায় করে থাকে। দালালের সাহায্য ছাড়া বুড়িমারী হতে ট্রাক ভাড়া পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে দালালকে ট্রাক প্রতি ৪০০ হতে ৫০০ টাকা বকশিশ দিতে হয়।

বর্তমান গবেষণা পাওয়া তথ্যমতে, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০টি হিসেবে বছরে গড়ে প্রায় ৬০০০টি পণ্যবাহী ট্রাক এই টার্মিনাল হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহণ করে। এই হিসেবে প্রাক্কলনে দেখা যায়, প্রতি বছর এই টার্মিনাল হতে ন্যূনতম প্রায় ৫.৪ কোটি টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়।

৪. ২০০৯ সালের সাথে ২০১৭ সালের তুলনা

৪.১ অবকাঠামোগত পরিবর্তন:

২০০২ সালে বুড়িমারী শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হলেও, তখন পর্যন্ত বন্দরের কোনও কর্তৃপক্ষ বা কার্যক্রম ছিল না। কোনও ওয়্যার হাউস ছিল না, ওয়ে ব্রিজ ছিল না। ২০০৯ সালের গবেষণায় দেখা যায়, বন্দর অবকাঠামো না থাকার ফলে পণ্যের উপর কাস্টমস্ এবং বন্দরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এর ফলে বেসরকারি ওয়্যার হাউসে পণ্য রাখতে হতো। এতে

পণ্যের ধরন, গুণগত মান ও ওজন পরিবর্তিত হওয়ার ঝুঁকি ছিল। নিয়ম বহির্ভূতভাবে স্পট রিলিজ, একই এলসির বিপরীতে একাধিক পণ্যের চালান পাচার এবং ব্যাপক মাত্রায় ওজনে ফাঁকির অভিযোগ ছিল।

২০১০ সালে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু করে। নিজস্ব ওয়্যার হাউস, ওয়ে ব্রিজ চালু হয় এবং এর ফলে পণ্যের উপর শুল্ক স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পায় ও স্পট রিলিজ, একই এলসির বিপরীতে একাধিক পণ্যের চালান পাচার বন্ধ হয়। ওজন ফাঁকির পরিমাণ ও অভিযোগও কমেছে।

পূর্বে বুড়িমারীতে ব্যাংকের পূর্ণাঙ্গ শাখা না থাকার ফলে আমদানিকারককে এলসি খুলতে হলে এবং চেক বা টিটি, ডিডির মাধ্যমে শুল্ক জমা দিতে হলে ১৫ কিমি দূরে পাটগ্রামে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের শাখায় যেতে হতো। এতে শুল্ক জমা দিতে হয়রানি ও সময়ক্ষেপন হতো এবং ব্যাংক দূরে থাকায় ট্রেজারি চালান জাল হতো। বর্তমানে বুড়িমারী বাজারেই জনতা ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক এবং ন্যাশনাল ব্যাংকের ১টি করে পূর্নাঙ্গ শাখা থাকার কারণে যাবতীয় লেনদেন সম্পন্ন হচ্ছে বন্দরেই।

৪.২ যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন:

পূর্বে ঝুঁকি পূর্ণ রেল লাইনের জন্য প্রতি মাসে গড়ে ০৯টি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হতো। ট্রেন ঘন্টায় মাত্র ১৫ কিমি বেগে চলায় বুড়িমারী থেকে লালমনিরহাট পর্যন্ত পৌঁছাতে ৫-৬ ঘন্টা সময় লাগতো এবং রংপুর পৌঁছাতে ৭-৮ ঘন্টা সময় লাগতো। বর্তমানে রেলপথের প্রয়োজনীয় সংস্কার হওয়ায় ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা বিরল। ফলে লালমনিরহাটে এবং রংপুরে বসবাসরত ব্যবসায়ীদের যাতায়াতে সুবিধা হয়েছে।

৪.৩ শুল্ক স্টেশনে পরিবর্তন:

২০০৯ সালে শুল্ক স্টেশনে ডিজিটাল সফটওয়ার ছিল না ফলে মিস ডিক্লারেশন, আন্ডার-ওভার ইনভয়েসিং এর সুযোগ ছিল এবং শুল্ক বাকী রেখেও পণ্য ছাড় করা হতো। পরবর্তীতে অনেকক্ষেত্রে বকেয়া শুল্ক উদ্ধার করা সম্ভব হতো না। বর্তমানে শুল্ক স্টেশনে অ্যাসাইকোডা ওয়ার্ল্ড সফটওয়ার চালু হয়েছে এবং এর ফলে মিস ডিক্লারেশন ও আন্ডার-ওভার ইনভয়েসিং প্রায় বন্ধ হয়েছে। এখন শুল্ক পরিশোধ না করে পণ্য ছাড়ের সুযোগ নেই। তবে এখনও পেপারলেস অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং কার্যকর ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু হয় নি। তবে আগের মতোই এখনও পণ্যের শুল্কায়ন ও পণ্যছাড়ে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে ঘুষ দিতে হয়।

৪.৪ অন্যান্য পরিবর্তন:

২০০৯ সালে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রে পণ্য পরীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি না থাকায় কৃষিজাত পণ্য ও সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল পরীক্ষণ করা ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো না। উপরন্তু, পণ্যের পরীক্ষণ না করা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীদেরকে নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য পরীক্ষণ ফি দিতে হতো। বর্তমানে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রে সাব-টেক্স মেশিন, সুইজারমিনেটর মাইক্রোস্কোপ, সীড কাউন্টার মেশিন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি রয়েছে। তবে ফরমালিন টেস্ট করার জন্য কোনো যন্ত্রপাতি নাই। পণ্য পরীক্ষণের জন্য কোনো প্যাথলজিস্ট নাই।

৫. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

২০১০ সালে বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। ফলে নিয়মবহির্ভূতভাবে পণ্যের শুল্কায়ন ছাড়াই স্পট রিলিজ বা পণ্য ভর্তি ট্রাক পাচার, একই বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে একাধিক পণ্যের চালান পাচারের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি সংক্রান্ত বড় ধরনের অনিয়ম বন্ধ হয়েছে। বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শুল্ক স্টেশনের ডিজিটালাইজেসন সত্ত্বেও পণ্য শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড়ে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত ভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগ বিদ্যমান।

বুড়িমারী স্থল বন্দর ও শুল্ক স্টেশনে বিদ্যমান বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বন্দর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজস ভিন্ন এখানে অনিয়ম বা দুর্নীতি সম্ভব নয়। একইসাথে সংশ্লিষ্ট অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, অসাধু ব্যবসায়ী ও সিএন্ডএফ এজেন্টদের ঘুষের প্রলোভন এবং দুর্বল ব্যক্তিগত নৈতিক অবস্থান দায়ী।

রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী দুর্নীতিপরায়ন ব্যবসায়ী ও সিএন্ডএফ এজেন্টদের বিরুদ্ধে স্থানীয় সচেতন নাগরিক সমাজ সক্রিয় ও সংগঠিত ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব হয়ে ওঠে না। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সরকারের ব্যর্থতার কারণেও স্থানীয় নাগরিক সমাজ এই ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সদিচ্ছার অভাব, নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা ও দুর্বলতার কারণে শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। সর্বোপরি সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে দুর্নীতিবিরোধী কার্যকর নীতি প্রণয়নে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার প্রতিনিয়ত রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং বাজারে অসম ও অসৎ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিককে সৎ ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহিত, এবং অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়ে থাকে।

৬. উপসংহার ও সুপারিশ

বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন হতে অনিয়ম ও দুর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে নিম্নে প্রয়োজনীয় কিছু সুপারিশ প্রদান করা হলো:

১) পণ্য শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত ভাবে অর্থ গ্রহণ বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

২) বন্দর ও কাস্টমস এর সকল ধরনের শুল্ক ও মাশুল অনলাইনে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) নিয়মবহির্ভূত ভাবে অর্থ লেনদেন বন্ধে বন্দর ও কাস্টমস এর সম্পূর্ণ এলাকা সার্বক্ষণিকভাবে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে এবং সকলের জন্য দৃশ্যমান স্থানে মনিটর স্থাপন করতে হবে।

৪) পর্যালোচনা সাপেক্ষে জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

৫) উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রে প্যাথলজিস্ট নিয়োগ দিতে হবে। পণ্যের যথাযথ পরীক্ষণ সাপেক্ষে ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত ভাবে অর্থ গ্রহণ বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে শ্রমিক কর্তৃক বকশিশ নামক চাঁদাবাজী বন্ধ করতে হবে।

৭) মটর শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক চাঁদা আদায় বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর তদারকি বাড়াতে হবে।

৮) বন্দরে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৯) ভারত ও ভুটানের বিভিন্ন পণ্যের শুল্কহারসহ আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সম্বলিত তথ্য বহুল নাহরিক সনদ স্থাপন করতে হবে।